



97142 - স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি স্বামীর কর্তব্য

প্রশ্ন

স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর কর্তৃত্বশীল। স্বামীর ইলম ও দ্বীনদারি কোন স্তররে হওয়া আবশ্যিক? উদাহরণস্বরূপ যদি স্ত্রী বা সন্তানরো শরিয়তে নষিদিধ কোন কাজ করে স্বামী কি আমানত নষ্ট করা ও নষিদিধ কাজটি করার আগে তাদেরকে উপদশে না দয়োর জন্য গুনাহগার হবে ও আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নকেকার স্বামীর বশেষিটিয জানার জন্য 5202 নং ও 6942 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

দুই:

“পুরুষ তার পরিবারের কর্তা ও তার অধীনস্তদের ওপর কর্তৃত্বশীল”। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে। পুরুষ ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদের শিক্ষা ও প্রতিপালনের দায়িত্বশীল। যে ব্যক্তি এতে কসুর করায় তার স্ত্রী কিংবা সন্তানরো কোন পাপে লিপ্ত হয় সে ব্যক্তি গুনাহগার হবনে। কারণ সে ব্যক্তি তাদের শিক্ষা না পাওয়া ও প্রতিপালন না পাওয়ার কারণ। আর যদি সে ব্যক্তি কসুরকারী না হন, কিন্তু তার পরিবারের কোন সদস্য পাপে লিপ্ত হয়; তাহলে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। কিন্তু তারা পাপে লিপ্ত হওয়ার পরও তার উপর কর্তব্য তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া, উপদশে দেয়া; যাতে করে তারা শরিয়ত গ্রহণে যত্ন করে কাজে লিপ্ত হয়েছে সেটি বর্জন করে।

শাইখ সালহে আল-ফাওয়ান (রহঃ) বলেন:

সন্তানদেরকে শিক্ষাদান শুরু হবো তারা বুঝবান বয়সে পড়েছে থেকে। তখনই তাদের তা'লীম (শিক্ষা) ও তারবয়িত (প্রতিপালন) শুরু হবো। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “সাত বছর বয়সে সন্তানদেরকে নামাযের আদশে দাও, দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের মাঝে বহিনা আলাদা করে দাও।” [সুনানে আবু দাউদ, হাদিসটি সহিহ]

অতএব কোন বাচ্চা যখন বুঝদার হওয়ার বয়সে পড়েছে তখন তার পতিকে নির্দেশ দেয়া হবো যাতে করে তাকে তা'লীম দেয় ও



ভাল তারবয়িত দিয়ে— কুরআন শিক্ষা দায়ের মাধ্যমে, সাধ্যানুযায়ী কিছু হাদিস শিক্ষা দায়ের মাধ্যমে, শিশুর বয়সের উপযুক্ত ইসলামী বধিবিধান শিক্ষা দায়ের মাধ্যমে, তাকে ওয়ু শখিনাও, নামায শখিনাও, ঘুমেরে যকিরি আযকার শখিনাও, ঘুম থেকে ওঠার যকিরি-আযকার শখিনাও, পানাহারেরে যকিরি-আযকার শখিনাওের মাধ্যমে। কারণ বাচ্চা যখন বুঝদার হওয়ার বয়সে পৌঁছে তখন তাকে যা নরিদশে দায়ো হয় ও যা থেকে নষিধে করা হয় সে তা বুঝতে পারে। অনুরূপভাবে তাকে অনুপযুক্ত বিষয়াবলী থেকে বারণ করা হবে। তার কাছে তুলে ধরা হবে যে, এসব কাজ করা নাজায়যে; যমেন- মথিয়া কথা বলা, চোগলখুরী করা ইত্যাদি। এভাবে তাকে ছোটবেলা থেকে ভাল গুণ অর্জন ও মন্দ গুণ বর্জনরে উপর প্রতপালন করা হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছু মানুষ তাদরে সন্তানদরে সাথে এটি করার ক্ষত্রে গোফলে। অনকে মানুষ তাদরে সন্তানদরে বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে না। তাদরেকে সঠিকি দকি নরিদশেনা দিয়ে না। তাদরেকে অবহলোর উপর ছড়ে দিয়ে। নামাযরে নরিদশে দিয়ে না। ভাল কাজরে দকি নরিদশেনা দিয়ে না। বরঞ্চারে তারা অজ্ঞতার ওপর ও অসুন্দর চরতিররে ওপর বড় হয়। খারাপ ছলেদেরে সাথে মশি। রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। লখোপড়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে না। এভাবে অনকে খারাপ চরতিররে ওপর অনকে মুসলমি যুবক বড়ে উঠছে তাদরে পতিদরে অবহলোর কারণে। অথচ তারা তাদরে সন্তানদরে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেসার মুখোমুখী হবে। কেননা আল্লাহ তাদরেকে সন্তানদরে দায়িত্ব দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “সাত বছর বয়সে সন্তানদরেকে নামাযরে আদশে দাও, দশ বছর বয়সে নামাযরে জন্য প্রহার কর এবং তাদরে মাঝে বহিনা আলাদা করে দাও।” এটি নরিদশে ও দায়িত্বারোপ। তাই যে ব্যক্তি তার সন্তানদরেকে নামাযরে নরিদশে দিয়ে না সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নরিদশেরে লঙ্ঘন করে এবং হারাম কাজ করে, তার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা আবশ্যক করছেলিনে সটো বর্জন করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকেকে তার অধীনসুতদরে সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করা হবে।” [সহি বুখারী ও সহি মুসলমি] কিছু দুঃখজনক হলো কিছু পতি দুনিয়াবী কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। তারা তাদরে সন্তানদরে প্রতি ভরুক্ষেপে করে না। তাদরেকে সামান্য সময়ও দিয়ে না। তার সকল সময় দুনিয়ার কাজরে জন্য। মুসলমি দেশেগুলোতে এটি বিপদজনক বিষয়। এ কারণে তাদরে সন্তানরো খারাপভাবে বড় হচ্ছে। তারা তাদরে দ্বীন ও দুনিয়ার কোন কল্যাণ করছে না। **ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم** (সুমহান ও সুউচ্চ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন উপায় ও শক্তি নই)।

[আল-মুনতাক্বা মনি ফাতাওয়াশ শাইখ আল-ফাওয়ান (৫/২৯৭, ২৯৮; প্রশ্ন নং ৪২১)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।